কাজের সঙ্গে শখও দরকার। প্রথাভাঙা বক্তৃতায় বললেন নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী

নিজস্ব সংবাদদাতা | ১৬ জানুয়ারি, ২০১৬, ০৪:০৭:১১ | শেষ আপডেট: ১৬ জানুয়ারি, ২০১৬, ১১:৫৫:৪৮

সরস, সাবলীল আড্ডার ঢঙে জানালেন, শখও কাজের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বোঝালেন, সর্বাঙ্গীণ সাফল্য পেতে গেলে সুস্বাস্থ্য এবং পরিবারও সমান জরুরি। তিনি রসায়নে নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী এই-ইচি নেগিশি।

শুক্রবার আইএসআইয়ের সমাবর্তনে বিজ্ঞানী এই-ইচি নেগিশি। —সুপ্রতিম চট্টোপাধ্যায়

1.2K

ভারিক্কি কোনও বৈজ্ঞানিক বিষয় নয়। তত্ত্বের কচকচিও নয়। বরং সরস, সাবলীল আড্ডার ঢঙে জানালেন, শখও কাজের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বোঝালেন, সর্বাঙ্গীণ সাফল্য পেতে গেলে সুস্বাস্থ্য এবং পরিবারও সমান জরুরি।

তিনি রসায়নে নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী এই-ইচি নেগিশি। ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের (আইএসআই) পঞ্চাশতম সমাবর্তন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি। শুক্রবার ওই অনুষ্ঠানে তিনি বক্তৃতা শুরু করেন, 'এখানে এসে আমার নিজের কলেজ জীবনের কথা মনে পড়ছে' বলে। দীক্ষান্ত বক্তৃতার প্রথা সরিয়ে রেখে, বরাদ্দ ২০ মিনিটের পরিবর্তে মাত্র ছ'মিনিটে শেষ করেন তাঁর কথা। হাতে ছিল না বক্তৃতার কোনও প্রতিলিপিও।

২০১০ সালের এই নোবেলজয়ী জানান, টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষে পড়ার সময়ে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে থাকতেই জীবনের চারটি প্রধান বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েছিলেন তিনি। সেগুলি হল, স্বাস্থ্য, পরিবার, কাজ আর শখ। তাঁর কথায়, ''সেই অসুস্থতার পর থেকে মোটামুটি সুস্থই আছি।'' বলার ধরনে অনুক্ত রইল না বিজ্ঞানীর প্রতিপাদ্য।

নিজের পরিবার সম্পর্কে সরস ভঙ্গিতেই বললেন, ''আমার একটি স্ত্রী আছে। ১৯৬০ সাল থেকে। আর আছে দুই মেয়ে আর চারটি নাতি-নাতনি।'' 'নেগিশি কাপলিং' নামে রাসায়নিক বিক্রিয়ার আবিষ্কর্তা এর পরেই কাজের প্রসঙ্গ হয়ে চলে যান ব্যক্তিগত শখের প্রসঙ্গে। বলেন, ''শুধু কাজ নয়, মানুষকে তার নির্দিষ্ট শখও সমৃদ্ধ করে।'' নেগিশি নিজে গানবাজনায় বরাবরই উৎসাহী। জানালেন, তিনি এক সময়ে একটি 'কয়্যারে'র মূল গায়কও ছিলেন। আর এখনও সময় পেলেই গলা ছেড়ে গান করা তাঁর অভ্যাস। প্রসঙ্গত, বিজ্ঞানীদের মধ্যে সংগীতচর্চার শখ মোটেই বিরল নয়। অ্যালবার্ট আইস্টাইন বাজাতেন বেহালা, বঙ্গজবিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর শখ ছিল সারেঙ্গি।

অশীতিপর নেগিশি এদিন স্যুটের উপরেই পরেছিলেন সমাবর্তনের 'গাউন'। প্রধান অতিথি বলে এসবের উপরেই তাঁর গলায় জড়িয়ে দেওয়া হয় কাশ্মীরি শাল এবং আরও একটি উত্তরীয়। তাই নিয়েই হাসিমুখে সংক্ষেপে বক্তৃতা দেন আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অফ পার্ডু'র এই বিশিষ্ট অধ্যাপক-গবেষক। তবে বক্তৃতাটি লিখিত ছিল না বলে আইএসআইয়ের অধিকর্তা সঙ্ঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, তা পরে প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে।

নেগিশির সঙ্গেই এদিনের সমাবর্তনে দীক্ষান্ত বক্তৃতা করেন ইনফোসিসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এন আর নারায়ণমূর্তি। তিনি বলেন, ''কুশলতা, দ্রুততা এবং সততার সঙ্গে কাজ কোরো।'' নেগিশির আগে বক্তৃতা করেন আইএসআই কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অরুণ শৌরি। তিনিও পড়ুয়াদের নিজেদের কাজে উৎকর্ষ বিন্দুতে পৌঁছানোর কথা বলেন। তবে সেই উৎকর্ষ অর্জন করতে গিয়েও যেন তাঁদের মাটিতে পা থাকে, সেই বিষয়ে পড়ুয়াদের সতর্ক করেন তিনি।